পঞ্চানন মণ্ডল স্মারক বক্তৃতা

Sl. No. 151

প্রথম বর্ষ ১৪২৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

তারিখ : ৫ জানুয়ারি, সময় : বিকেল ৪টে

জন্ম : ২২ অক্টোবর ১৯১৬ মৃত্যু : ২৩ মার্চ ১৯৯৮

Sl. No. 151

অনুষ্ঠান সূচি

স্বাগত ভাষণ	-	শ্রীরতনকুমার নন্দী
পদক প্রদান	-	পঞ্চানন মণ্ডল স্মারক পদক প্রদান
প্রদান করবেন	-	শ্রীবারিদবরণ ঘোষ
প্রাপক	-	শ্রীরমেনকুমার সর
মূল বক্তব্য	-	শ্রীরমেনকুমার সর
সভাপতির ভাষণ	-	শ্রীবারিদবরণ ঘোষ
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	-	শ্রীসুবিমল মিশ্র

Sl. No. 151

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ০৩৩-২৩৫০-৩৭৪৩

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৫ জানুয়ারি ২০২০ (১৯ পৌষ ১৪২৬) রবিবার বিকেল ৪টেয় পঞ্চানন মণ্ডল স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে রমেশ ভবনের সভাকক্ষে। বক্তব্য রাখবেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ, কলা ও বাণিজ্য অনুষদ শ্রীরমেনকুমার সর।

বিষয় : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পুথি প্রসঙ্গ।

সভায় সভাপতিত্ব করবেন পরিষদের সভাপতি শ্রীবারিদবরণ ঘোষ।

এই অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

নমস্কারান্তে —

কলকাতা
১৭.১২.২০১৯

রতনকুমার নন্দী
সম্পাদক
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

Sl. No. 151

বাংলা পুথি প্রাজ্ঞিক পঞ্চানন মণ্ডল

পঞ্চানন মণ্ডলের জন্ম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার ছোটবৈনান গ্রামে। হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আই.এ. এবং শান্তিনিকেতনে যান বি-এ পড়তে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এম.এ. পাশ করেন। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখের সান্নিধ্য। ড. সুকুমার সেনের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন *রূপরামের ধর্মমঙ্গল* বইটি। কর্মসূত্রে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে। এই সময় থেকেই শুরু হয় পুরাতন পুথিভিত্তিক বিভিন্ন আকর গ্রন্থের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্পাদনার কাজ। তাঁর রতনপল্লীর 'পল্লীশ্রী' গ্রন্থাগারের বিপুল পুথিসংগ্রহ তিনি শেষজীবনে বিশ্বভারতীতে দান করে যান।

ড. মণ্ডলের সম্পাদনায় তাঁর পুথি-নথি ভিত্তিক আকর গ্রন্থ 'গোর্খ-বিজয়' (১৯৪৯) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.-র পাঠ্য হয়। এরপর একে একে প্রকাশ করেন *পুঁথি পরিচয়* (৫ খণ্ড), *সাহিত্য প্রকাশিকা* (৭ খণ্ড), *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র* (২ খণ্ড) প্রভৃতি বিদ্বজ্জন সমাদৃত গ্রন্থ। তাঁর আর এক অনবদ্য সম্পাদনা ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল*। রাঢ় বাংলার ইতিহাস উদ্ধার ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাই তাঁর 'পল্লীশ্রী' বাড়িতে 'রাঢ় গবেষণা পর্ষদ' স্থাপন করে উৎসাহী গবেষকদের দিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। কেবল পুস্তক পাঠ করে নয়, মাটির মানুষের কাছে গিয়ে তাদের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানই ছিল তাঁর গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর বহু প্রবন্ধ ও ভাষণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ' থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত *ভারতশিল্পী নন্দলাল* বইটি। এটি শুধুমাত্র এই শিল্পীর জীবনীগ্রন্থই নয়, এতে উঠে এসেছে বিশ্বভারতীর শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলের চিত্র।

বিশ্বভারতীর বাংলা পুথি বিভাগের স্থপতি, আজীবন সারস্বত সাধক ও কর্মযোগী এই মানুষটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। ড. পঞ্চানন মণ্ডলের নামাঙ্কিত একটি পদক প্রদানের ব্যবস্থা করতে পেরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সকলেই অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ববোধ করছে। এ বছর এই পদক পাবেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রমেনকুমার সর।